যুগান্তর

তারিখ 24 SEP 2017
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বছরের শুরুতে অনিশ্চিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাঠ্যবই

যুগান্তর রিপোর্ট

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রায় ২৫ হাজার শিশুকে প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষায় পাঠদান নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এসব শিশু চলতি বছর প্রাক-প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় বই পেয়েছে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষায় বই রচনার কাজ এখনও চলছে। শিক্ষাবর্ষ শুরু হতে আর মাত্র তিন মাস বাকি। এ অবস্থায় এসব বই টেন্ডার করে ছাপিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দেয়া নিয়েই অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠদান

এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা যুগান্তরকে বলেন, 'প্রথম শ্রেণীতেও আমরা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় বই দিচ্ছি। প্রথমদিকে আমরা লেখক পাচ্ছিলাম না। কোনো কোনো মাতৃভাষায় লেখক পেয়েছি। তারা কথা বলতে পারেন, কিন্তু লিখতে পারেন না। এমনকি লিপি (বর্ণমালা) সমস্যাও ছিল। তবে শেষপর্যন্ত বই লেখা হচ্ছে। ডামিও হয়ে গেছে। বইয়ের সংখ্যা অল্প। দ্রুত ছাপিয়ে সরবরাহ করতে সমস্যা হবে না বলে আশা করছি।'

চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথমবার চাকমা, মারমা, গারো, সাদ্রী ও ত্রিপুরা ভাষার ২৪ হাজার ৬৪১ শিক্ষার্থীকে পড়ালেখার জন্য ৫১ হাজার ৭৮২টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। ওই সব শিশু আগামী বছর প্রথম শ্রেণীতে উঠছে। আগেভাগে তা জানা সত্ত্বেও এনসিটিবি বা ডিপিই কোনো কর্তৃপক্ষই মাতৃভাষায় বই তৈরির উদ্যোগ নেয়নি। লিখন পদ্ধতি নির্ধারিত না হওয়ায় গত শিক্ষাবর্ষে সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাক-প্রাথমিকে পাঠ্যপুস্তক দেয়া সম্ভব হয়নি। চলতি বছরও সাঁওতাল গোষ্ঠীর শিশুরা নিজ ভাষায় পাঠ্যবই পাচ্ছে না।

ডিপিইর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, এনসিটিবি থেকে চাহিদাপত্র না দেয়ায় তা বিষয়টি আগেভাগে খেয়াল করা হয়নি। এ কারণে এবার এ বিলম্ব। এজন্য ডিপিই-এনসিটিবি উভয় প্রতিষ্ঠানই দায়ী বলে মনে করেন ওই কর্মকর্তা। ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুদের প্রাথমিক স্তরের নিজ ভাষায় পড়ালেখা করানোর কথা উল্লেখ আছে। সে অনুযায়ী, প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শতভাগ শিশু মাতৃভাষায় লেখা বইয়ে পড়াশোনা করবে। একইভাবে প্রথম শ্রেণীতে শতভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭৫ শতাংশ, ৩য় শ্রেণীতে ৫০ শতাংশ, ৪র্থ শ্রেণীতে ২৫ শতাংশ পাঠ্যবই থাকবে মাতৃভাষায় লেখা। পঞ্চম শ্রেণীতে বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই দেয়া হবে। এভাবে এসব শিশুকে মূলধারায় একীভূত করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর জাতীয় মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে) উপ-পরিচালক কেএম এনামুল হক যুগান্তরকে বলেন, 'মাতৃভাষায় শিশুরা শিখবে, এটা তাদের সাংবিধানিক অধিকার। জাতীয় শিক্ষানীতিও এ স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা পরিবারে মায়ের ভাষায় কথা বলে। হঠাৎ করে স্কুলে এসে অন্য ভাষায় পড়তে গিয়ে খাপ খাওয়াতে পারে না। এতে ঝরে পড়ার হার বেড়ে যায়। এসব দিক সামনে রেখে সরকার গত বছর মাতৃভাষায় পড়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু আমাদের জানামতে, এবার এখনও বই তৈরির কাজ চলছে। একটি ডামি তৈরি হয়েছে। সেটি আগামী সপ্তাহে কর্মশালায় উঠবে। এরপর তা সম্পাদনা শেষে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ছাপাখানায় যাবে। এ পরিস্থিতিতে শিশুদের সময়মতো বই হাতে পাওয়া খুবই অনিশ্চিত। এমনও হতে পারে— পাঠ্যবই উৎসবের দিন অন্য শিশুরা বই হাতে পাবে, আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা খালি হাতে ঘরে ফিরবে। এমন দৃশ্য কাম্য হবে না।'